Antahin Abha FOUNDATION

FOOTPRINTS OF CHANGE

ত্রৈমাসিক নিউজলেটার, জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যা, ২০২৫

আজ একটি শিশুকে শেখার পথ দেখালে,
তার ফল পাবে ভবিষ্যতের প্রজন্ম।

FOOTPRINTS OF CHANGE

Antahin Abha
FOUNDATION

জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৫

আজ একটি শিশুকে শেখার পথ দেখালে, তার ফল পাবে ভবিষ্যতের প্রজন্ম।

প্রতিষ্ঠাতার কলমে

অন্তহীন আভার পথচলা শুরু হয়েছিল একটা সহজ বিশ্বাসের ওপর ভর করে — আর্থসামাজিক পরিপ্রেক্ষিত নির্বিশেষে প্রতিটি শিশু যেন শেখার আনন্দে ডানা মেলতে পারে।
গত তিন বছরে যে সব কচিকাঁচাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে, তাদের বিস্ময়-ভরা চোখ আর অনাবিল হাসি আমাদের প্রতিদিন নতুন করে পথ দেখায়।
শিক্ষকদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে বুঝেছি, একটু সহায়তা আর কিছু ভালো উপকরণ পেলে অতি সাধারণ ক্লাসরুমও ভরে উঠতে পারে আনন্দে, কৌতূহলে, সম্ভাবনায়।
আমাদের দলের প্রত্যেক সদস্যের একাগ্রতা আর নিরলস পরিশ্রমের জোরে আমরা প্রজেক্ট-বেসড লার্নিংয়ের যাত্রা পেরিয়ে আজ আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশনের বিরাট স্বপ্নের দোরগোড়ায়।
প্রতিটি নতুন ক্লাসরুমে পা রাখলেই মনে হয়—পরিবর্তন আর পাঁচটা শব্দের মতো নয়; সে জন্ম নেয় বিশ্বাস থেকে, জন্ম নেয় মানুষের মধ্যে থেকে।
আজ এই প্রথম ত্রৈমাসিক নিউজলেটার আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে মনটা সত্যিই ভরে গেছে। আপনারাও আমাদের সঙ্গে চলুন—কিছুটা সময় দিয়ে, হয়তো কোনও নতুন ভাবনা দিয়ে, অথবা শুধু আমাদের গল্পটুকু আরেকজনের কাছে পৌঁছে দিয়ে। আসুন আমরা সবাই মিলে আজকের ছোট শিক্ষার্থীদের যাত্রাপথকে সুগম করে তুলি—যাতে তারা নিজেদের আলোয় আগামীর পথকে আলোকিত করতে পারে।

শমীদীপ সরকার
সহ-প্রতিষ্ঠাতা, অন্তহীন আভা ফাউন্ডেশন

আমাদের কথা

২০২২ সালে নন-প্রফিট উদ্যোগ হিসেবে অন্তহীন আভা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা। এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য হল অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল সম্প্রদায়ের কাছে উচ্চমানের শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া। সাম্য, কৌতূহল আর সম্প্রদায়-চালিত পরিবর্তন—এই তিন বিশ্বাসকে সামনে রেখে তৈরি আমাদের কর্মসূচি—যা প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকেই শিশুদের শেখার ভিতকে শক্ত করে, এবং কার্যকরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে পেশাগত জগতে প্রবেশ করতে সাহায্য করে।

আমাদের কাজ মূলত প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শ্রেণির শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং শিক্ষকদের নিয়ে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার পাথরপ্রতিমা ব্লকে NRich, NRich-ECCE এবং MPower—এই তিনটি কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা ইতিমধ্যে তিন হাজারেরও বেশি মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি।

আমাদের কার্যক্রম

NRich

এই প্রোগ্রামটি তৈরি হয়েছে একটিই ভাবনা থেকে—প্রথম স্কুলে-ঢোকা বাচ্চারা যেন হাতে-কলমে আর ডিজিটাল উপায়ে আনন্দ করে শিখতে পারে। আমরা চাই পড়াশোনা যেন শুধু বইয়ের ভাঁজে আটকে না থাকে, ক্লাসরুম যেন খেলা-মজা-গল্পে ভরা জায়গা হয়ে ওঠে—যেখানে সৃজনশীলতা আর স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটে।

আজীবন শিক্ষার ভিত গড়ে ওঠে প্রারম্ভিক বয়সে—তাই আমরা NRich প্রোগ্রামকে Early Childhood Care and Education (ECCE)-এ সম্প্রসারিত করেছি, যাতে অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক শিক্ষণের মাধ্যমে প্রথম পড়ুয়াদের কৌতূহল, বুদ্ধিমত্তা ও সামাজিক-মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

MPower

এটি আমাদের যুব উন্নয়ন উদ্যোগ, যার লক্ষ্য উচ্চমাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল প্রশিক্ষণ, সফট স্কিল এবং কেরিয়ার-বিষয়ক জরুরি তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করা—যাতে তারা চাকরিক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রবেশ করতে পারে। ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশন আর নানা ধরনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই কর্মসূচি শিক্ষার্থীদের সামনে খুলে দেয় নানা পেশার পথ। এতে তারা নিজেদের ক্ষমতায় বিশ্বাস করতে শেখে, আর ধীরে ধীরে নিজেদের প্রস্তুত করে ভবিষ্যতের জন্য।

আমাদের টিম

অন্তহীন আভায় আমাদের কাজের মূল শক্তি হলো একসঙ্গে চলা। প্রত্যেক সদস্যের নিজস্ব দক্ষতার জায়গা থাকা সত্ত্বেও আমরা সবাই মিলে খুব সহজেই সংস্থার প্রয়োজনমতো সব ধরণের কাজ করি। কখনও আমরা শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য শেখার উপকরণ বানাই, কখনও ওয়ার্কশপ চালাই, কখনও ডিজিটাল টুল তৈরি করি, আবার কখনও স্কুলে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়ন করি। আমাদের কাজের পেছনে সবসময় যে উপলব্ধিগুলো কাজ করে, তা হলো সহমর্মিতা, নতুন কিছু করার ইচ্ছে, আর ব্যক্তির আগে সমষ্টির প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেওয়া। এই বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়েই আমরা চেষ্টা করছি আমাদের ক্লাসরুমগুলোতে এমন পরিবেশ গড়ে তুলতে যেখানে ছোট্ট পড়ুয়াদের কৌতূহল, আনন্দ আর আত্মবিশ্বাস ক্রমশ বেড়ে চলে।

ত্রৈমাসিক কাজের ঝলক

দেখে নেওয়া যাক জুলাই–সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ আমাদের কাজের কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত। এই কয়েক মাসে আমরা অনেকটা পথ পেরিয়েছি, অনেক কিছু শিখেছি, আর সঙ্গে পেয়েছি বেশ কিছু শুভাকাঙ্খী বন্ধুকে।

NRICH

এন্ড-লাইন অ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে উন্নতির মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি এবং NRich প্রোগ্রামে আমাদের এযাবৎ কাজের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ১০–১২ সেপ্টেম্বর আমরা পাথরপ্রতিমার ৪টি এবং হাওড়ার ২টি পার্টনার স্কুলে এন্ড-লাইন অ্যাসেসমেন্ট করি। এই মূল্যায়ন দুটি ধাপে করা হয় – প্রথমে একটি ছোট লিখিত পরীক্ষা এবং তার পর হাতে-কলমে পরীক্ষা। এই দুই ধরণের অ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরের পড়ুয়াদের ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা এবং বাস্তব পরিস্থিতিতে বিভিন্ন মৌলিক ধারণা প্রয়োগের ক্ষমতা – এই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আমাদের পাঠক্রমের প্রভাব আমরা পরিমাপ করতে চেষ্টা করেছি।

শিক্ষণ-উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষকদের ক্ষমতায়ন

"প্রকৃত শিক্ষা পাঠ্যবইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না" – এই ধারণায় বিশ্বাস রেখে পাথরপ্রতিমার শিক্ষকদের কাছে নতুনভাবে পড়ানোর কিছু রসদ পৌঁছে দিতে আমরা ১১ সেপ্টেম্বর একটি ডেমো ওয়ার্কশপের আয়োজন করি। ICDS এবং শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের ৪৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এই ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের সঙ্গে প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক ক্লাসে পড়ানোর নানা সমস্যা নিয়ে মূল্যবান আলোচনা হয়, এবং আভার ট্রেনারদের সাহায্যে তাঁরা বেশ কিছু TLM (শেখার উপকরণ) তৈরি করেন। Activity-based learning শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশে কীভাবে সাহায্য করে, তা ওয়ার্কশপে তুলে ধরা হয়।

MPOWER

প্লেসমেন্ট ড্রাইভে MPower শিক্ষার্থীদের সাফল্য

গত কয়েক মাসে আমাদের MPower শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩৭ জন টাটা মোটর্স-এ চাকরির অফার পান। মে মাসে পাথরপ্রতিমা ITI-এ যে প্লেসমেন্ট ড্রাইভের আয়োজন করা হয়েছিল, সেখান থেকেই এই চাকরির সম্ভাবনা তৈরি হয়। টাটা মোটর্সের পক্ষ থেকে Quess Corps লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারসহ দুটি বাছাই পর্ব পরিচালনা করে। MPower প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যে-ক'জন শিক্ষার্থী এই প্লেসমেন্ট ড্রাইভে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের মধ্যে ৮০% সাফল্য পেয়েছে। MPower শিক্ষার্থীদের এই সাফল্য দেখে ITI কর্তৃপক্ষ প্রোগ্রামটি দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য সম্প্রসারণের প্রস্তাব দিয়েছেন।

সমাবর্তন অনুষ্ঠান, পাথরপ্রতিমা ITI

১৭ই সেপ্টেম্বর পাথরপ্রতিমা গভর্নমেন্ট ITI তাদের বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পাথরপ্রতিমা ITI-এর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হয়ে আমরা যে MPower প্রোগ্রাম পরিচালনা করেছি, তার স্বীকৃতি হিসেবে অন্তহীন আভা-র প্রতিনিধিদের সমাবর্তনে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমাদের MPower প্রোগ্রামে প্রশিক্ষণ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মানিত হতে দেখে অন্তহীন আভার প্রত্যেক সদস্য বিশেষভাবে গর্বিত। MPower প্রোগ্রামের সকল শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্য আগাম শুভেচ্ছা।

প্রভাবের বাস্তব চিত্র

শিক্ষক-বন্ধুদের সঙ্গে একটা দিন: পাথরপ্রতিমায় ডেমো-ওয়ার্কশপ

১১ সেপ্টেম্বর | মিলনমোড়, পাথরপ্রতিমা

পাথরপ্রতিমা ব্লকের স্থানীয় শিক্ষকদের নিয়ে আমাদের প্রথম ডেমো-ওয়ার্কশপে এসেছিলেন মোট ৪৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা—সকালের সেশনে ১৮ জন শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের (SSK) শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং দুপুরের সেশনে ৩১ জন ICDS শিক্ষিকা। এলাকার স্কুলগুলির সম্বন্ধে নতুন কিছু জানার সুযোগ ছাড়াও এই ওয়ার্কশপে শিক্ষকদের নানা সমস্যার কথা বোঝা ও সেগুলোর সমাধানের চেষ্টা করেছি আমরা সবাই মিলে—এবং উপলব্ধি করেছি যে শিশুদের মধ্যে শেখার আনন্দ জাগানোর চেষ্টায় তাঁরা সকলেই আমাদের সঙ্গী।
Activity-based learning, বা হাতে-কলমে শেখার সুযোগ পেলে একটি শিশু কতটা তাড়াতাড়ি এবং আগ্রহ নিয়ে শেখে, তা দেখানোর জন্য অন্তহীন আভার টিম বেশ কিছু অডিও-ভিজ্যুয়াল ও হাতে-তৈরি TLM (Teaching & Learning Material) বিশদে প্রদর্শন করে:

সংখ্যা ও গণনা: লুডোর ছক্কা ও দেশলাইয়ের বাক্স দিয়ে
জিনিসের আকার: বিভিন্ন আকৃতির রং-বেরঙের কার্ড দিয়ে
বিপরীত শব্দ: মজার ছড়ার মাধ্যমে
শব্দভাণ্ডার: শব্দ খোঁজার খেলার মাধ্যমে
গল্প বলা: ছবি দেখিয়ে

শিক্ষক-শিক্ষিকারাও ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীদের কাজে লাগবে এমন কিছু TLM তৈরি করেন। ওয়ার্কশপের শেষে প্রত্যেককে একটি TLM কিট দেওয়া হয়, যাতে আছে বাছাই করা কিছু TLM এবং সেগুলো ক্লাসে ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ-পুস্তিকা। আগামী কয়েক মাসে আরও কিছু ওয়ার্কশপ আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে অঞ্চলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে।

শিক্ষিকার জবানী

মৃদুলা ঘরামী
শিক্ষিকা, পিপরাখালি শিশুশিক্ষা কেন্দ্র

“অন্তহীন আভার এই ডেমো-ওয়ার্কশপটিতে অংশ নিতে পেরে সত্যিই খুব ভালো লাগল। এখানে এসে অনেক নতুন জিনিস শিখেছি। প্রি-প্রাইমারির বাচ্চাদের আনন্দের সঙ্গে শেখানোর যে ধারণাটা টিচার–লার্নিং উপকরণের মাধ্যমে দেখানো হলো, তা বাচ্চাদের খেলতে-খেলতে শেখার পথ খুলে দেবে। এটা সত্যি যে শুধু ব্ল্যাকবোর্ডের উপর নির্ভর করে শেখানোর বদলে খেলাধুলা আর নানা ধরনের অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে পড়ালে বাচ্চারা বিষয়গুলো সহজে বুঝতে পারবে, আনন্দ পাবে, আর মনেও রাখতে পারবে—যা তাদের আরও কৌতূহলী আর আগ্রহী করে তুলবে।”

স্থানীয় মানুষেরা যা বলছেন

সুফিয়া সেলিম

প্রধানশিক্ষিকা, টিকিয়াপাড়া ফ্রি উর্দু মিডিয়াম জুনিয়র হাই স্কুল

“শিশুশিক্ষার ব্যাপারে আভার নতুন ধরণের চিন্তা-ভাবনা—বিশেষ করে ডিজিটাল আর কার্যক্রমভিত্তিক শিক্ষা ঘিরে—পাঠ্য বিষয়গুলো বাচ্চাদের চোখের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে সাহায্য করে। এতে তারা সহজেই পড়া মনে রাখতে পারে। আর ক্লাসের প্রতি তাদের আগ্রহও বাড়ে, যা আমার বিশ্বাস আমাদের ছাত্রছাত্রীদের রোজকার উপস্থিতিতেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।”

রিমি হালদার

ছাত্রী এবং *MPower* প্রোগ্রামের অধীনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

“MPower প্রোগ্রামে যোগ দেওয়ার আগে কম্পিউটার সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই কম ছিল। কিন্তু প্রশিক্ষণটা আমাকে খুবই সাহায্য করেছে। আভার ট্রেনারদের নেওয়া ক্লাসগুলো আমার আত্মবিশ্বাস, যোগাযোগক্ষমতা, আর স্পোকেন ইংলিশ—সবকিছুতেই দারুণ উন্নতি এনেছে। প্রশিক্ষকদের পরামর্শ আর জরুরি তথ্যে ভরপুর ক্লাসগুলো থেকে শিখেছি অনেক কিছু, এবং আনন্দ পেয়েছি তার থেকেও বেশি।”

দীপালি হালদার

NRich শিক্ষার্থীর অভিভাবক

“গত দুই বছর ধরে আমার মেয়ে NRich প্রোগ্রামের মাধ্যমে ইংরেজি আর কম্পিউটারের প্রাথমিক শিক্ষা পাচ্ছে। এখন আমি নিশ্চিন্তে বলতে পারি—তার ইংরেজি শুধু ভালোই হয়নি, সে কম্পিউটারে Word, Paint, PowerPoint-এ কাজ করতে পারে, এমনকি কোডও করতে পারে খুব সহজেই। তার এই উন্নতি লক্ষ্য করে আমি খুব খুশি। অন্তহীন আভাকে আমার পরিবারের পাশে থাকার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।”

টুয়া ঘরামী

NRich প্রশিক্ষক ও কনটেন্ট নির্মাতা; প্রাক্তন *MPower* প্রশিক্ষণার্থী

“দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বড় হওয়ার ফলে এখানকার সমস্যাগুলো আমি খুব কাছ থেকে জানি। আমি যখন অন্তহীন আভার হয়ে এখানকার স্কুলগুলোতে কাজ শুরু করি, তখন দেখেছি অনেক বাচ্চাই ইংরেজিতে নিজের নাম পর্যন্ত লিখতে পারত না। মাত্র সাত মাসের মধ্যে তারা এখন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ইংরেজিতে নিজেদের পরিচয় দিতে পারে। খেলায়-মজায় শেখার পদ্ধতিটা তাদের ক্লাসের পড়ার থেকেও বেশি শিখতে সাহায্য করেছে। এই এলাকার মানুষ হওয়ার কারণে আমি এমন শিক্ষাসামগ্রী তৈরি করতে পারি যা এখানকার শিক্ষকদের প্রয়োজন বুঝে বানানো এবং ছাত্র-ছাত্রীদের আনন্দ করে শেখার রাস্তা খুলে দিয়ে শিক্ষকদের কাজের বোঝাও খানিকটা হালকা করে দেয়।”

সঙ্গে চলুন!

আপনার ছোট্ট অবদানও বড় পরিবর্তনের পথে প্রথম আলো হতে পারে।

ফোন করুন: +91 8100949642 / +91 8100949640

যোগাযোগ করুন: contactus@antahinabha.org

অনুদান: https://antahinabha.org/donate/

ফলো করুন:

নিউজলেটার টিম: কনটেন্ট ও ডিজাইন: দিশা সুব্রমনিয়ম | **তথ্য সহায়তা:** পিন্টু বৈদ্য, নরেন্দ্র মিদ্যা | **প্রকাশক:** অ্যালেক্সান্ডার দাস | **সম্পাদক:** শ্রেয়সী দস্তিদার